CamScanner 08...

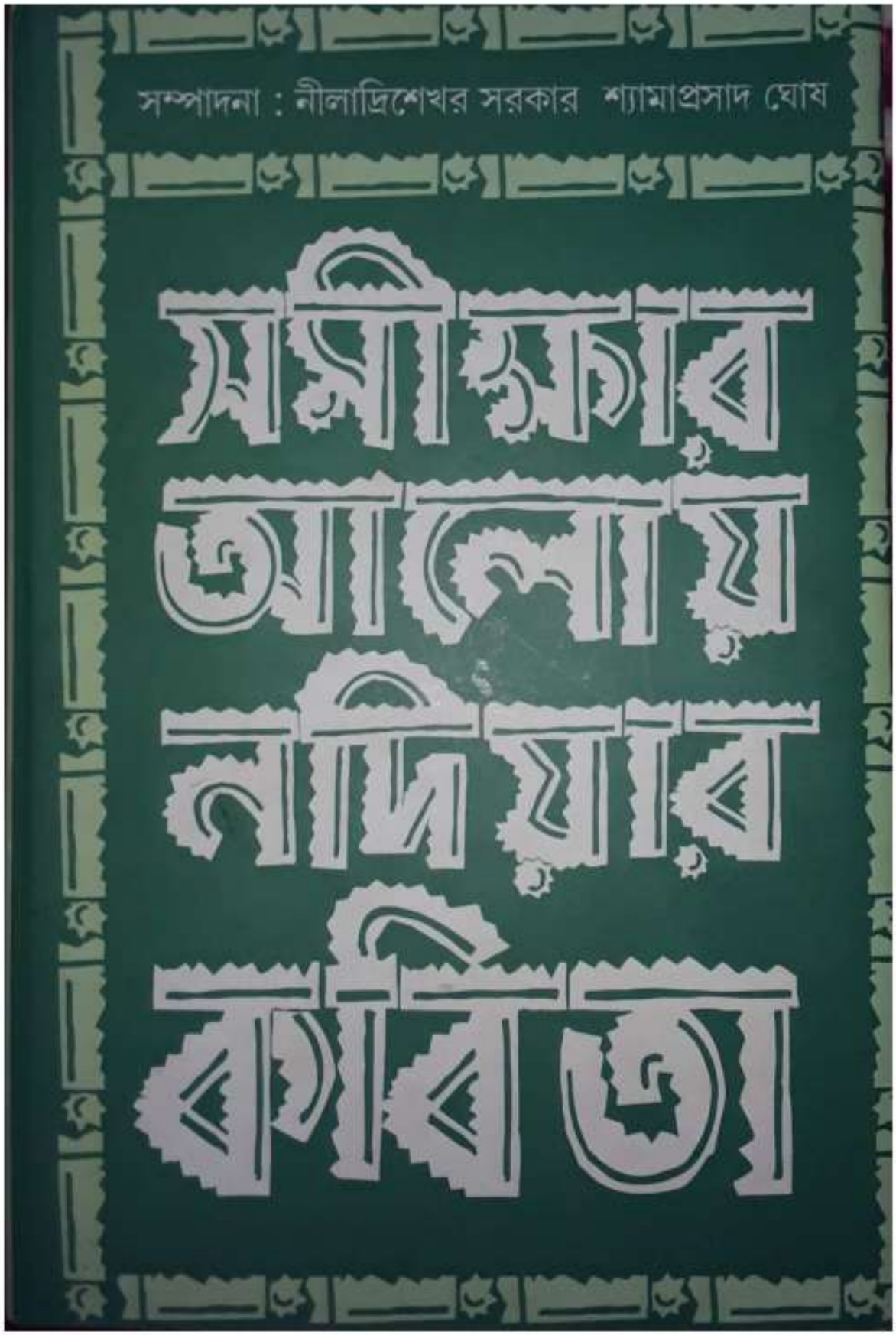

CamScanner 08...

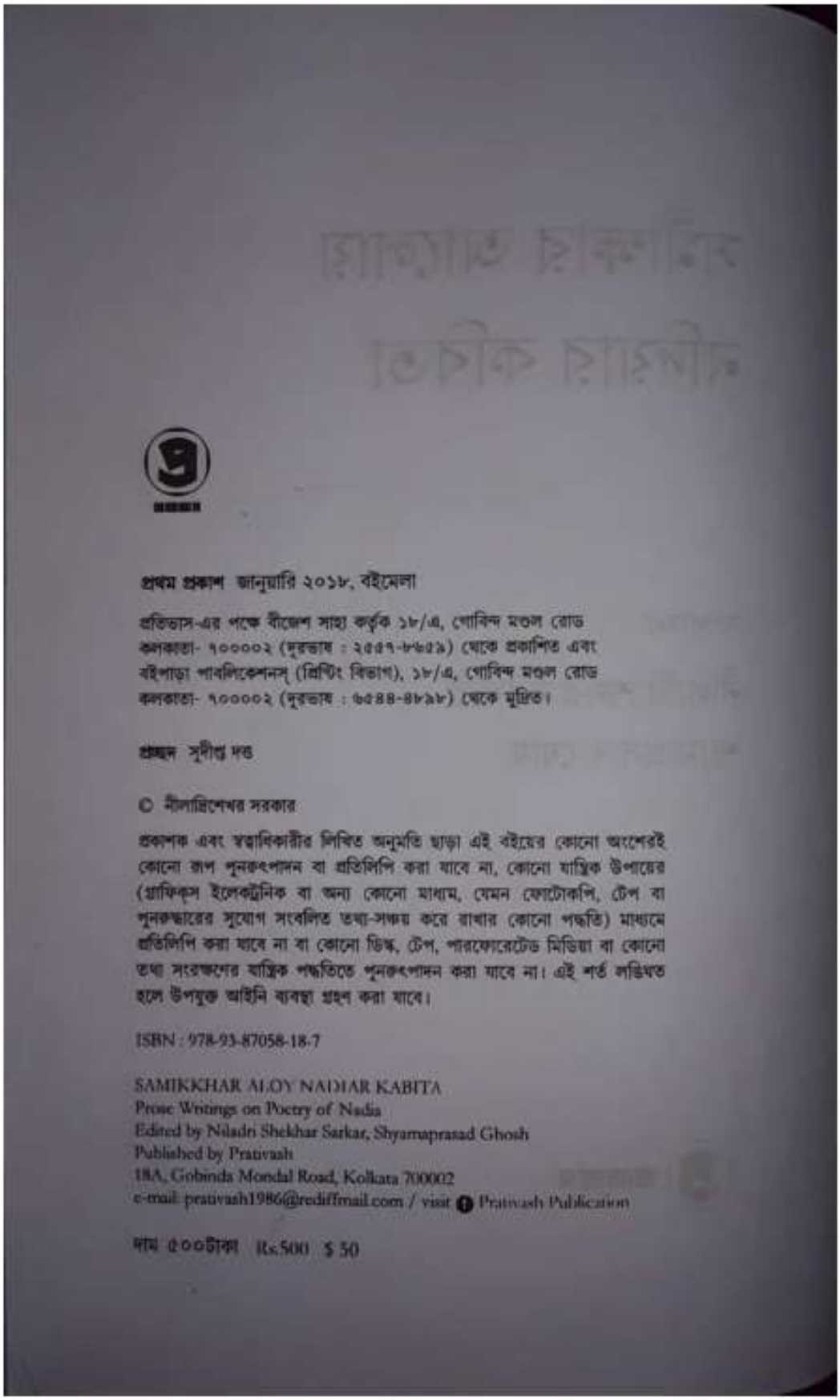

প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৮, বইমেলা

প্রতিভাস-এর পক্ষে বীজেশ সাহা কর্তৃক ১৮/এ, গোবিন্দ মণ্ডল রোড কলকাতা- ৭০০০০২ (দূরভাষ : ২৫৫৭-৮৬৫৯) থেকে প্রকাশিত এবং বইপাড়া পাবলিকেশনস্ (প্রিন্টিং বিভাগ), ১৮/এ, গোবিন্দ মণ্ডল রোড কলকাতা- ৭০০০০২ (দূরভাষ : ৬৫৪৪-৪৮৯৮) থেকে মুদ্রিত।

প্রচ্ছদ সুদীপ্ত দত্ত

© নীলাদ্রিশেখর সরকার

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনো অংশেরই কোনো রূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনো যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক্স ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনো মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনো পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনো ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনো তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

ISBN : 978-93-87058-18-7

SAMIKKHAR ALOY NADIAR KABITA
Prose Writings on Poetry of Nadia
Edited by Niladri Shekhar Sarkar, Shyamaprasad Ghosh
Published by Prativash
18A, Gobinda Mondal Road, Kolkata 700002
e-mail: prativash1986@rediffmail.com / visit Prativash Publication

দাম ৫০০টাকা Rs.500 $ 50

CamScanner 08...

সূচিপত্র

১ম পর্ব : প্রাক স্বাধীনতা পর্ব

শ্যামাপ্রসাদ ঘোষ
কাব্য-সাহিত্যে নদিয়ার উজ্জ্বল পরম্পরা ১৩

২য় পর্ব : স্বাধীনতার পর থেকে সমকাল

সুবীর সিংহরায়
সহজিয়া অবতলের চিত্র-কাব্য (সুধীর চক্রবর্তী) ৬০

তপন ভট্টাচার্য
মেহের আলি পাথর হয়ে গেছে (বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত) ৬৪

ড. নন্দিনী বন্দ্যোপাধ্যায় দে
সম্পর্ক-কাঙাল এক কবি।। কবি নিজন দে চৌধুরী (নিজন দে চৌধুরী) ৬৮

ড. কামরুন্নেসা খাতুন
অনুভূতির নক্ষত্রমালা (সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়) ৮২

শ্যামাপ্রসাদ ঘোষ
কবি কার্তিক মোদক ও হলুদগুঁড়ি ধান (কার্তিক মোদক) ৮৬

সঞ্জীব প্রামাণিক
'তিলকমাটি'— দেবদাস আচার্যের অন্যরকম কবিতা (দেবদাস আচার্য) ৯০

দেবদাস আচার্য
গহন অন্তরমুখী কবি অরুণ বসু (অরুণ বসু) ৯৩

ড. দেবযানী ভৌমিক (চক্রবর্তী)
স্বপন রায়: এক স্বতন্ত্র কবিসত্তা (স্বপন রায়) ১০২

নীলাদ্রিশেখর সরকার
ক্যামেরায় সমাজমনস্কতার আলো (শ্যামাপ্রসাদ ঘোষ) ১০৬

রতন দেবনাথ
প্রসঙ্গ: সম্মিলিত ধ্বনিপুঞ্জ (তপন ভট্টাচার্য) ১১১

নীলাদ্রিশেখর সরকার
ভালোবাসার মন্ত্রে দীক্ষিত এক কবি (স্বপন মৈত্র) ১১৪

সিদ্ধার্থ খাঁড়া
বড়ো আলগাভাবে ছুঁয়ে : বালির বাঁধের ঠাস বুনন (রামকৃষ্ণ দে) ১১৭

CamScanner 08...

শ্যামাপ্রসাদ ঘোষ
সে এক শ্যামল মৃত্যু : এক জীবন-তৃষ্ণার কাব্য (সঞ্জীব প্রামানিক) ১২১

ড. শাশ্বতী বসু
মুছে যায় জন্মদাগ — ফিরে দেখা, ফিরে পাওয়া (অপূর্ব দত্ত) ১২৮

নৈঋতী বিশ্বাস
'ভালো মেয়ে ও কালপুরুষ কথা' (রামপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়) ১৩২

সমুদ্র রাজবংশী
গড়ে তোলার চিত্র-কথা (প্রাণেশ সরকার) ১৩৫

বিদ্যুৎ হালদার
কিছু স্মৃতি কিছু অনুভব (সুবীর সিংহরায়) ১৩৭

রতনকুমার নাথ
'হে প্রেম, হে বিষাদসিন্ধু'— একটা অনুপুঙ্খ কাব্যপাঠ (প্রবীর আচার্য) ১৪০

সাগর দেবনাথ
জীবন-উৎসবের উদয়াস্তের কথা (মন্দিরা রায়) ১৪৮

শুভদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়
'মায়ের সামনে ম্লান করতে লজ্জা নেই' : অনুভবের দর্পণে (জয় গোস্বামী) ১৫১

সিদ্ধার্থ খাঁড়া
কিছু নিছক অতিথি ছত্রাক: অপাঙ্‌ক্তেয়র পাঙ্‌ক্তেয় উত্তরণ (শ্রাবন ভৌমিক) ১৮৩

মন্দিরা রায়
আলোকিত চৈতন্যের মুখ: মগ্নপাথর (সেখ রমজান) ১৮৭

গৌতম চট্টোপাধ্যায়
স্পর্শকেশর ছুঁয়ে হাঁটছে হাতের লেখা (ফল্গু বসু) ১৯০

দেবনারায়ণ মোদক
গ্রাম্য ছেলের গ্রাম্য কথা (দিলীপ মজুমদার) ১৯৬

সুজাতা বন্দ্যোপাধ্যায়
'শুধু আলোর জন্য' : সরলতাময় অভিব্যক্তি (চপল বিশ্বাস) ১৯৯

ড. দেবনারায়ণ মোদক
'বাংলার রোদ': অনুভবে-অনুরাগে (অনিল ঘড়াই) ২০২

শ্যামাপ্রসাদ ঘোষ
মানুষের কবিতা ও এক সাহসী আগুনপাখি (সুবোধ সরকার) ২০৫

CamScanner 08...

সিদ্ধার্থ খাঁড়া

বড়ো আলগাভাবে ছুঁয়ে : বালির বাঁধের ঠাস বুনন

যে সাহসে, বিশ্বাসে ও ভরসায় বন্ধুত্ব বা সখ্যতা রচিত হয়, একবিংশ শতকে ব্যক্তি মানুষের চেতনায় সেই দিকগুলি বড়ো হালকাভাবে থাকে। ঠুনকো আঘাতে কাচের চুড়ির মতো সেই বিশ্বাসে ভাঙন আসে। সবাই সবাইকে আড়চোখে দেখে। সন্দেহের চিহ্ন এত বেশি যে- কোনো সম্পর্কই শেষপর্যন্ত অম্লান নয়। আমাদের জীবনে সেই বাড়তি অক্সিজেন জোগানোর মানুষ আজ আর নেই। সম্পর্কগুলোয় যেন ঘুণ ধরেছে। আসলে আমরা এখনও বিশ্বাসের যৌবনস্তর থেকে প্রৌঢ়ত্বে আসতে পারিনি। রামকৃষ্ণ দে-র 'বড়ো আলগাভাবে ছুঁয়ে' কাব্যগ্রন্থের কবিতায় সেই আলগা বাঁধন কীভাবে মানুষকে দ্বন্দ্ব ও সংকটের মধ্যে রেখেছে এবং কীভাবে সেই সংকট পেরিয়ে ব্যক্তি মানুষের মুক্তি ঘটবে তারই প্রতিধ্বনি শুনতে পাই।

অপমানে, আঘাতে, অবহেলায়, নিষ্ঠুরতায়, কঠোরতায় যে সম্পর্ক চির অম্লান হতে পারত, সেই দিকগুলি ভুলে গিয়ে হালকাচালে জীবনকে ব্যাখ্যা করতে গিয়েছি তাই আমরা পরস্পর থেকে দূরে সরে গিয়েছি। প্রথম কবিতা 'আলোর' মধ্যে নিঃস্বার্থ আত্মদানের প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু মানুষ নিজের জন্য বাঁচে না অন্যের জন্য বাঁচে। সে অন্যের মধ্যে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে। মানবিক সত্তায় গঠিত এই মানুষকে কবি চেনেন। বাইরে তার আপাত হাসির আড়ালে জমাট বাধা যন্ত্রণা লুক্কায়িত থাকে। গন্ধ আর রোদ্দুর উৎসের আত্মোৎসর্গে বেঁচে থাকে। কিন্তু একদিন এরাও কাঁদে। অপরের জন্য নিজের সত্তাকে পোড়ায়। কবিতার সেই লাইনটি 'পুড়তে পুড়তেও কেউ কেউ হাসতে পারে তবে সে হাসি অন্যরকম— আমি চিনি' শ্যামল মিত্রের সেই গানকে মনে করায় 'ধূপ চিরদিন গন্ধ বিলায় সে তো নিজে জ্বলে মরে।' কবির প্রেয়সী কবিকে নতুন জীবন দিয়ে এই জীবজগৎ থেকে দূরে চলে গেছে। কিন্তু কবি তাকে ভুলতে পারেনি। তারই আলোর কিরণে আলোকিত। তারই প্রেমের শক্তিতে বিকশিত কবি আজও ধারাবাহিক পরম্পরায় অন্যের মধ্যে নিজের বাঁচার সার্থকতা খুঁজে পায়। আলোর একপিঠে অন্ধকার যেমন কেউ দেখতে পায় না, তা সহজে গোচর হয় না, তেমনই সুখের অপর পিঠে অসুখ সুপ্ত আকারে বিরাজ করে তাকে দেখা যায় না। কিন্তু কবির অন্তর্দৃষ্টি যাকে দূরদৃষ্টি বলে, তা সেই সত্তার যন্ত্রণাকে দেখতে পায় যে হাসতে হাসতে নিজেকে শেষ করে— আলোর উৎস পুড়ে পুড়ে ছাই, আলো নিজে কি পোড়ে?

পারস্পরিক সন্দেহ আর অবিশ্বাস যে বন্ধুত্বের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তারই একটি সার্থক উদাহরণ এই 'বন্ধুতা' কবিতাটি। অগ্রন্থিত কবিতা আসলে বালকোচিত আবেগ ও অনুভূতির কথা বলতে চায়। যে আবেগ জীবনকে পরম্পরায় গ্রন্থিত করতে বাধা সৃষ্টি করে। যে অপরিণত আবেগ কবিতা সৃষ্টির পক্ষে প্রতিকূল। সেই অপরিণত আবেগ জানে না কে বন্ধু কে শত্রু। তাই নির্বাচনে তৈরি হয় সমস্যা। তবুও আমরা মিলনের প্রত্যাশী। আমরা জানি